যুগান্তর

তারিখ ... 9 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

গোসাইরহাটে ইদিলপুর উচ্চ বিদ্যালয়

পরীক্ষা বন্ধ করে স্কুলমাঠে যুবলীগ নেতার অনুষ্ঠান!

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

স্কুলের পরীক্ষা বন্ধ করে গোসাইরহাটে ইদিলপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজন করা হয়েছে পৌরসভা যুবলীগের আহ্বায়ক ও কাউন্সিলর কামাল উদ্দিন সরদারের পারিবারিক অনুষ্ঠান! তিনি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যও। হঠাৎ পরীক্ষা বন্ধের ঘোষণা দেয়ায় ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসন বলছে, পরীক্ষা বন্ধ করে পারিবারিক অনুষ্ঠান করা দুঃখজনক। সূত্র বলছে, শরীয়তপুর জেলায় বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার থেকে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সব স্কুলে একই সূচিতে পরীক্ষা চলছিল। শনিবার ছিল বাংলা দ্বিতীয়পত্র ও ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার পরীক্ষা চলাকালে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল মান্নান অনিবার্য কারণে শনিবারের পরীক্ষা বন্ধের নোটিশ দেন। বিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৭২৬ জন। শনিবার দুটি শিফটে পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও যুবলীগ নেতার পারিবারিক অনুষ্ঠানের কারণে তা বন্ধ করা হয়।

সরেজমিন দেখা গেছে, শনিবার স্কুল মাঠে পৌর যুবলীগের আহ্বায়কের মায়ের মৃত্যু উপলক্ষে ভূরিভোজ চলছিল। মাঠের পূর্ব পার্শ্বে প্যান্ডেল করে রান্নার কাজ চলছিল। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ নেতাকর্মীরা সার্বিক বিষয় দেখভাল করছিলেন।

একাধিক অভিভাবক বলেন, হঠাৎ পরীক্ষা বন্ধের খবরে উদ্বিগ্ন ছিলাম। পরে জানতে পারলাম মাঠে নেতার পারিবারিক অনুষ্ঠান হবে। এভাবে ১৭শ' শিক্ষার্থীর পরীক্ষা বন্ধ রাখা ঠিক হয়নি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল মান্নান বলেন, প্রশ্নপত্র না পাওয়ার কারণে পরীক্ষা বন্ধ রাখা হয়েছে। যুবলীগ নেতার অনুষ্ঠানের বিষয়টিও বিবেচনায় ছিল। সব শেষে স্থগিত পরীক্ষা নেয়া হবে। পৌরসভা যুবলীগের আহ্বায়ক কামাল উদ্দিন সরদার বলেন, বাড়িতে জায়গা কম থাকায় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির কাছে লিখিত আবেদন করি। পরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। মানবিক কারণেই অনুমতি দেয়া হয়েছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আশরাফুজ্জামান মিয়া বলেন, প্রধান শিক্ষক এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইয়াহইয়া খান বলেন, ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের জন্য স্কুলমাঠ ব্যবহারের তথ্য জানা নেই। এমন কাজ করা অন্যায়। প্রধান শিক্ষক কারও সঙ্গে আলাপ না করেই এমন সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। এটা দুঃখজনক। শরীয়তপুর জেলা প্রশাসক মো. মাহমুদুল হোসাইন খান বলেন, বিষয়টি আমি শুনেছি। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়ার জন্য ইউএনওকে বলেছি।